ইসলাম তোমার দেশ, তুমি মুহাম্মাদের সৈনিক

ভারতের মুসলিমদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার পয়গাম

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

ইসলাম তোমার দেশ, তুমি মুহাম্মাদের সৈনিক

ভারতের মুসলিমদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার পয়গাম

-উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও পরিবেশনা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم.

উপমহাদেশ, বিশেষত ভারতের আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

আমার এ নিবেদন ভারতের মুসলিমদের প্রতি। এ নিবেদন উলামায়ে কেরাম, দ্বীনের দা'য়ী, চিন্তাবিদ, মুসলিম যুবসমাজ এবং সে সব বিবেকবান মুসলিমদের প্রতি, যারা এ অঞ্চলের মুসলিমদের দুরবস্থার কারণে ব্যথিত এবং তাদের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই চিন্তিত। বিশেষ করে সে সব রাসূলে আরাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেমিকদের প্রতি- যাদের হৃদয় ঈমানের আলোয় আলোকিত ও ইসলামের ভালোবাসায় ভরপুর, যারা কুফর ও শিরকের ঘোর অন্ধকারকে না ভয় পান, না তার কারণে চলার গতি কমিয়ে দেন, যারা কুফর ও নাস্তিকতার মহাপ্লাবনের মোকাবেলা করতে এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল কারসাজির স্রোতকে ইসলামের দিকেই ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

প্রিয় ভাইয়েরা!

ভারত বিভক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত... এ পুরা সময়ে উপমহাদেশের ভূমিতে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর চালানো সকল নির্যাতনের উপর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে নিন। আহমদাবাদ ও গুজরাটের দাঙ্গা, বাবরি মসজিদের শাহাদাত, সেখানে আজ রাম মন্দির নির্মাণের এই সরকারি ঘোষণা, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তথা বিদেশী তাড়ানো অভিযান, এরপর বিশেষ নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন। এ সকল ঘটনা তো কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জুলুম নির্যাতনের এ তালিকা অনেক দীর্ঘ। আপনাদের চেয়ে এ ইতিহাস আর কারা ভালো জানবে?

ভারতের গন্ডির ভিতরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা আর বিদ্বেষের তালিকাও আপনাদের সামনে আছে। যাদের হাতে ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন...!

প্রিয় ভাইয়েরা!

এসব ঘটনা কি আমাদের জন্য কোন বার্তা দেয় না? ধোঁয়া কি জ্বলন্ত আগুনের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে না? এসব ঘটনা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, ঐ পরিস্থিতি কোন এক সময় আসবেই, যা মূলত: এক ভয়াবহ বিপদ। তা এমন এক বিপদ, যদি উপস্থিত প্রস্তুতি নিয়ে তার সাথে টক্কর লাগাতে যাই, তবে জান নিয়ে ফিরে আসতে পারব না।

ভারতের আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা মানি আর না মানি, প্রস্তুতি নেই বা না নেই, এ বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ভারতের ভূমিতে এক ভয়াবহ তুফান আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এমন নির্দয় ঝঞ্ঝা ধেয়ে আসছে, যার কল্পনা করলেও হৃদয়-আত্মা কেঁপে উঠে, শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। যদি এ ভয়াবহ তুফানের মোকাবেলার প্রস্তুতিতে বেশি দেরী হয়ে যায়, তবে আল্লাহ না করুন! ভারতের ভূমিতেও সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটবে, যা কিছুদিন পূর্বে মিয়ানমারে আমাদের রোহিঙ্গা ভাইদের উপর নেমে এসেছিল। সেটা এমনই এক বিভৎস দৃশ্য, যার কল্পনা হলে যে কোন ঈমানদার মাত্রই চেতনা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়।

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনারাই বলুন... এতে কি কারো সন্দেহ আছে যে, ভারতের জমিন আমাদের উপর সংকীর্ণ করতে এবং আমাদের রক্ত নদী প্রবাহিত করতে পুরা ভারত জুড়ে প্রস্তুতি চলছে? হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর সহযোগিতায় তা সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর ঐ সন্ত্রাসী দলগুলোর কর্তৃত্ব চালু করা হচ্ছে...! যাদের শ্লোগান, দৃষ্টিভঙ্গি আর নীতিই হচ্ছে, 'হিন্দু হও নতুবা ভারত ছাড়ো'! এ শ্লোগানধারীরা মিয়ানমারের মুসলিমদের উপর চলা নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রকাশ্য সমর্থন দিচ্ছে এবং কোন প্রকার ভয়-ভীতি ছাড়া হিন্দু গুন্ডাদেরকে মিয়ানমারের সেই হত্যাকান্ডকে রোলমডেল হিসাবে গ্রহন করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দু' একটি রাজনৈতিক দল মুসলিমদের সমব্যথী হয়ে অসাম্প্রদায়িকতার গরম বক্তব্য দিচ্ছে বটে। কিন্তু কে না জানে, এ অসাম্প্রদায়িক ভাষণ আর মুসলিমদের প্রতি সমবেদনা শুধুমাত্র তাদের ক্ষমতায় আরোহণ করার একটি মাধ্যম? এরা প্রকৃতপক্ষেই আরাম পিয়াসী। তাই তো, যদি সকল মুসলিমদের উপর 'আল্লাহ না করুন!' বিভীষিকাময় অবস্থা চলে আসে, তবে তারা ঘরের দরজা তো বন্ধ করবেই, সাথে কানেও আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু মুসলিমদের গগণবিদারী চিৎকারে তাদের একজনও ঘর থেকে বের হবে না। কোন মুসলিমের জান বাঁচাতে অন্ততপক্ষে একজন গুন্ডার ধারে কাছে যাওয়ারও তাদের সাহস হবে না। এজন্য এ নরপশু হিংস্র হায়েনা হিন্দুদের থেকে যদি বাঁচতেই হয়, তাহলে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং মুসলিমদেরই উঠে দাঁড়াতে হবে।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

তুফানের মোকাবেলা তো তখনই হতে পারে, যখন চোখ কান খোলা রাখা হবে এবং বিপদের ভয়াবহতার বাস্তবতা মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে তুফানকে আসতে দেখেও যদি অস্বীকার করা হয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে আত্মপ্রবঞ্চনাই সবচেয়ে বড় দুশমন হিসেবে দেখা দিবে। দুঃখের ব্যাপার হল, হিন্দুস্তানে মুসলিমদের পা মরণ ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া দেখেও কিছু কিছু মহল তা অস্বীকার করে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। তারা মুসলিমদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করছে যে, দেশের এসব ঘটনা প্রবাহ আমাদেরকে যে দিকে নিয়ে যাবে; কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ছাড়াই আমাদেরকে সে দিকে চলে যাওয়া উচিত। এ মহলটি আবার আশংকাও প্রকাশ করে। অথচ এ ধরণের আশংকা প্রকাশ করার কী অধিকার আছে তাদের? সামনের বিপদ নিয়ে চিন্তা করলে বা কথা বললে, এটাকে তারা অদূরদর্শিতা বলে। তুফানের আগ মুহূর্তে তার পূর্বপ্রস্তুতিকে কাজের বাধা মনে করে। ছেলে ভোলানো কথা বলে তা উড়িয়ে দেয়। এরা বলে, শত সহস্র বছর ধরে আমরা হিন্দু মুসলিম এক সাথে বাস করে আসছি। এখানে মুসলমানদের কোন ভয় নেই... এসব বলে তারা এটা ভুলে থাকতে চায়। আসল কথা হলো: যদিও আমরা এক সাথ বাস করে এসেছি, কিন্তু কখনো দুর্বল হয়ে থাকিনি। হিন্দুদের দয়া-দক্ষিণা পেয়ে, তাদের কোন ধরণের উদারতা বা নামসর্বস্ব অসাম্প্রদায়িকতার তাঁবুতেও থাকিনি। আমরা মূলত: এখানে বিজয়ী বেশে এসেছি, বিজয়ী থেকে ঈমানী শক্তি ও কর্তৃত্ব এবং বাহুবলের সাথেই থেকেছি। আমাদের ঈমানি বোধ আর প্রতিরোধ ক্ষমতা এমনই ছিল যে, যার কারণে আমরা নিজেরাও যেমন সম্মান মর্যাদার সাথে ছিলাম, তেমন অন্যদেরকেও ইনসাফ ও নিরাপত্তার মাঝে রেখেছিলাম। কিন্তু ইংরেজদের অবৈধ দখলদারী এবং ভারত বিভক্তি অবধি আমরা আর সেই অবস্থায় নেই। রাজা প্রজায় পরিণত হয়েছে। শক্তিশালী দুর্বলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। বর্তমানে কি আমাদের এতটুকু শক্তিও আছে, যার মাধ্যমে আমরা কোন জালেমের হাতকে ফিরিয়ে রাখতে পারি? নিশ্চয় না। আমরা তো আজ এতটুকু শক্তি থেকেও বঞ্চিত। এতদসত্ত্বেও বলা হচ্ছে, আমরা সংখ্যালঘু নই, আমরা দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু জাতি। আমাদের কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না...!

প্রিয় ভাইয়েরা!

এই দুনিয়াতে শুধু অধিকার নিয়ে থাকা এবং অধিকার চেয়ে কি কোন ব্যক্তি অধিকার লাভ করতে পারে? এমন হলে কী অবস্থাটাই না হত। অতঃপর মিয়ানমার, পূর্বতুর্কিস্তান এবং ঝিনঝিয়া প্রদেশ থেকে নিয়ে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া পর্যন্ত মুসলিমদের কখনো নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে হত না। কাশ্মীরী মুসলিমদের কখনো এভাবে বের করে দেওয়া হত না এবং এমন নির্দয়ভাবে তাদের রক্ত ঝরানো হত না। আহমদাবাদ আর মুজাফফরনগর জুড়ে মুসলিম নিধন দাঙ্গা হত না। বাবরী মসজিদ আজও স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকত। তার মিনার থেকে সুমধুর আযানের ধ্বনি ভেসে আসত। ভারতবর্ষে অবশ্যই মুসলিমদের অধিকার আছে। কিন্তু সে অধিকার কি হাত পেতে ভিক্ষা চেয়ে পাওয়া যাবে? পাষাণ হৃদয়ের শত্রুকে কি তোষামোদ করে গলানো যাবে? হিংস্র হায়েনার সামনে কি দয়া-মায়ার আবেদন করে প্রাণ রক্ষা করা যাবে? অধিকার আদায়ের জন্য নিজের ভেতর অধিকার চেনার শক্তি সৃষ্টি করতে হবে। জুলুম ঠেকাতে বুক টান করে জালিমের সামনে দাঁড়াতে হবে। ঘরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে জীবন লাভ করা যাবে না। বরং মৃত্যুই জীবনের হেফাযত করতে পারে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

আমাদের মনে রাখতে হবে, মুসলিম ও হিন্দু এবং ইসলাম ও শিরক; একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু। ইসলাম হচ্ছে মানুষের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া এক মহান আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে শিরক অন্ধকার এবং নিরেট অজ্ঞতা। এটা আত্মহননের চূড়ান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা হবে, যদি আমরা হাতের উপর হাত রেখে 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' জাতীয় নির্জলা মিথ্যা আর 'ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা' নামক প্রতারণাকে বিশ্বাস করি। আমাদের এ বাস্তবতা মানতেই হবে, মুশরিক হিন্দু কখনো মুসলমানদের কল্যাণকামী হতে পারে না। আল্লাহর কিতাবই বলে দিচ্ছে, ইহুদীদের পরে মুসলমানদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু হচ্ছে মালাউন মুশরিকরা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ...﴿المائدة: ٨٢﴾

"আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন।" (সূরা মায়িদা: ৮২)

স্বয়ং আল্লাহর কিতাব মুসলিমদের বুঝ দিচ্ছে, এই মুশরিকদের মিষ্টি কথায় কখনো ভুলে যেওয়া না... 'বগলের নিচের দোধারী ছুরি মুখে রাম রাম' হচ্ছে এই নরাধমদের পুরনো খাছলত। আল্লাহর কিতাব আমাদের বলে দিচ্ছে, যদি মুসলমান নিরস্ত্র থাকে, আত্মরক্ষার অস্ত্র নিজের কাছে না রাখে, তবে মুশরিকদের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন দুশমন পাওয়া যাবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿التوبة: ٨﴾

“কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।”(সূরা তাওবা: ৮)

অর্থাৎ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ “কিভাবে মুশরিকরা সন্ধির উপর অটল থাকতে পারে? যদি তারা তোমাদের উপর ক্ষমতা পেয়ে বসে, তাহলে لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً “তারা তোমাদের ব্যাপারে না আত্মীয়তার বা প্রতিবেশী হওয়ার কোন তোয়াক্কা করবে, না নিজেদের করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে? يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ “তারা শুধু মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করে।’ (অর্থাৎ এটা তাদের মুখের জমা খরচ। যখন তারা অপারগ হয় বা তাদের কোন প্রয়োজন পড়ে, তখন বলে ভারতবর্ষে কোন ধর্মীয় বিভেদ নেই। সব ধর্মের লোকেরা এখানে সমানভাবে বাস করবে। يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ ‘তারা মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করে’ অথচ বস্তবতা হচ্ছে) وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ‘তাদের অন্তর তা প্রত্যাখান করে’। তাদের অন্তরে তা না থাকার দরুন-ই অস্বীকার করে। وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ‘আর তাদের অধিকাংশরাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।’ তারা যখন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পায়, মুসলমনরা যখন নিরস্ত্র আর দুর্বল হয়, তখন পুনরায় তারা কোন প্রতিশ্রুতি, ওয়াদা, চুক্তি বা আইনের তোয়াক্কা করে না।

প্রিয় ভাইয়েরা!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমাদের সামনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, আমরা বিপ্লব করি বা না করি, বাতিল কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করবেই। সে কখনোই থেমে থাকবে না। তারা আমাদের দ্বীনদারী সহ্য করবে, এটা কখনই সম্ভব নয়। শোয়াইব আ. ও তাঁর কওমের মাঝে যে আলোচনা হয়েছিল, তা কুরআন খুলে দেখুন। এ আলোচনা আজকের মুশরিকদের স্বভাব বুঝার জন্য যথেষ্ট। শোয়াইব আ. তাঁর কওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿الأعراف: ٨٧﴾

“আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে ছবর কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ট মীমাংসাকারী।” (সূরা আ’রাফ: ৮৭)

উলামায়ে কেরাম এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শোয়ায়েব আ. তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেননি, তাদেরকে ধমক দেননি, উল্টো তিনি তাদেরকে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধাতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন ধরণের এ্যাকশন নিবে না। দেখা যাক আল্লাহ কী ফায়সালা দেন, অবস্থা কোন দিকে মোড় নেয়? ব্যস, আপনারা তার অপেক্ষা করুন। এরই মধ্যে ক্ষমতাধর লোকেরা বলে উঠল-

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿الأعراف: ٨٨﴾

“তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা বললঃ হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বললঃ আমরা অপছন্দ করলেও কি?” (সূরা আ'রাফ: ৮৮)

অর্থাৎ হে শোয়ায়েব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদের সবাইকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেবো। (তোমাদের জন্য রাস্তা একটাই, তা হলো-) অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। (নাউযুবিল্লাহ, তারা মুশরিক হয়ে যাবে!)... এ ধরণের ধমক কুফর ও শিরকের পন্ডিতরা সর্বদা ঈমানদারদের দিয়ে থাকে। ‘মতবিনিময়’ আর সহাবস্থানের ধ্বজাধারীরা আজও যখন মুসলমানদের দুর্বল পায়, তখন তাদের সুর বদলে যায়। ‘অসাম্প্রদায়িকতা আর আইনের শাসন’ জাতীয় দাবিগুলির পর্দা চেহারাগুলো থেকে খুব দ্রুতই খুলে পড়ে যায়।

আমার ভাইগণ!

বলুন তো, মিয়ানমারের মুসলমানরা কাকে কষ্ট দিয়েছিল? তারা কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল? তারা কখন চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদের দাওয়াত দিয়েছিল? তারা তো লাঠি পর্যন্ত উঠায়নি। তারা তো একেবারে নিরস্ত্র ছিল। অসহয় দুর্বল ছিল। তারা মানবতা এবং স্বদেশের দোহাই দিয়ে নিরাপত্তা আর বেঁচে থাকার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল। তাদেরকে কি মাফ করা হয়েছে? তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হয়েছে? না, বরং তাদের উপর গণহত্যা চালানো হয়েছে। প্রায় লক্ষ মুসলিম নদীতে ডুবে মরেছে। হিংস্র হায়েনার হৃদয়েও দয়া-মায়া থাকে। মিয়ানমারের ভূমিতে মুসলিমদের সাথে যা কিছু করা হয়েছে, তা এমন নির্দয়ভাবে করা হয়েছে যে, বনের হিংস্র জানোয়াররা পর্যন্ত ব্যথায় ব্যথিত হয়েছে। এসব নির্যাতন আজকের মিডিয়া যুগে এবং বিশ্বশক্তির চোখের সামনে হয়েছে। চুপিসারে পর্দার আড়ালে হয়নি। বরং দিবালোকে... ক্যামেরার সামনে হয়েছে। লাঠি, খঞ্জর, আগুন আর পেট্রোল নিয়ে মুশরিক বৌদ্ধরা মুসলিমদের উপর হামলে পড়েছিল। পুলিশ আর সেনাবাহিনী ঐ গুন্ডাদের সমর্থন আর নিরাপত্তায় ছিল... নির্মমভাবে নতুন নতুন পন্থায় নির্যাতন করা হয়েছে... তাদেরকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারা হয়েছে... শিশু-বাচ্চাদেরকে মা-বাবার সামনে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবিত মানুষের পর্যন্ত হাত-পা এবং কান কেটে ফেলা হয়েছে। মুসলিম নারীদের সাথে প্রকাশ্যে দুর্ব্যবহার করার পর তাদের শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়েছে। এমন একটি দু'টি ঘটনা নয়, বরং অসংখ্য অগণিত ভিডিও ফুটেজ আছে। গ্রামের পর গ্রাম অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখনো আমাদের লাখ লাখ বোন ঘর ছাড়া হয়ে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের সে সব জুলুমের দাস্তান শোনাচ্ছে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

ইসলাম ‘লা ইলাহা’ বলে সকল উপাস্য এবং সকল মতবাদকে প্রত্যাখান করে। এরপর ‘ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলে শুধু ইসলামকেই হক বলে সত্যায়ন করে। জমিনে একমাত্র ইসলামই বিজয়ী থাকার অধিকারের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা দিয়ে থাকে। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলাম আল্লাহর বান্দাদের সকল মতবাদ থেকে স্বাধীন করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসার পয়গাম। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এ দায়িত্বই ন্যস্ত করেছেন যে, তারা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তার দাসত্বে নিয়ে আসবে। সকল ধর্ম মতের জুলুম থেকে বের করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করবে। এটাই মুসলমানদের জিম্মাদারী ছিল। তাদের কর্তব্য ছিল, তারা কুফুর শিরকের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধন করবে। মানবতা আর মানবতার রবের মাঝে বাধার প্রাচীর গুড়িয়ে দিয়ে জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও শাসক বানাবে। যদি মুসলমান এই দায়িত্ব পালনে বেরিয়ে পড়ে এবং তা আদায়ে নিজের জান মাল কুরবান

করে, তবে তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে। আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও সম্মান দান করবেন এবং পরকালেও সর্বদা সফলতার উচ্চ শিখরে রাখবেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿التوبة: ٤١﴾

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।" (সূরা তাওবা: ৪১)

কিন্তু যদি অবস্থা এমন হয়, মুসলমানদের আশেপাশে জুলুম ও কুফরের জয় জয়কার। জীবনের সকল অঙ্গনে বাতিলের শাসন ও কর্তৃত্ব চলে, এতো কিছুর পরও মুসলমান নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকে। আল্লাহর আহ্বানে সাড়া না দেয়। এতো কিছুর পরও সে আল্লাহর আলো নিয়ে অন্ধকার দূর না করে বরং দুনিয়ার চার দিনের জীবনের জন্য বন্দী হয়ে যায়। নিরাপত্তা, শান্তি আর দুনিয়ার যশ-খ্যাতির উন্নতি ও সুখকেই প্রাধান্য দেয়। তো মহান আল্লাহ তাকে সতর্ক করে জানিয়ে দিচ্ছেন-

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿التوبة: ٣٩﴾

"যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (সূরা তাওবা: ৩৯)

প্রিয় ভাইয়েরা!

আজ আমাদের যে করুণ অবস্থা, তা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করার ফল। যে দ্বীন বিজয়ী হওয়ার জন্য এসেছিল, সে দ্বীন আজ উপমহাদেশে পরাজিত। যারা অন্যকে মুক্তি দিতে এসেছিল, আজ তারাই অন্যের গোলাম হয়ে হুকুম তামিল করছে। যদি এ দ্বীন বিজয়ী থাকত, তবে আল্লাহর শরীয়াই এখানে শাসক হত। উপমহাদেশের এই পুরা জমিনে যদি কোথাও ইসলামের দূর্গ থাকত, তাহলে শুধু ভারত কেন; পুরা উপমহাদেশে মুসলমানদের এ দুরবস্থা হত না। মুসলমান কেন, কোন বিধর্মীকেও জুলুমের শিকার হতে হত না। এ ভূমিতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হত, আর আসমান রহমতের বারি বর্ষণ করত। ইসলামের সকল কল্যাণ ভরপুরভাবে লাভ করা যেত এবং এখানকার সকল ইনসাফ-প্রিয় মানুষ ইসলামের আঙ্গিনায় নিজের মুক্তি পেয়ে ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিত। কিন্তু আফসোস! এ দায়িত্ব পালন করা হয়নি। সাতচল্লিশে ভারত ভাগ হয়েছে, ইসলামের নামে একটি রাষ্ট্রও গঠন হয়েছে। কিন্তু ইসলামকে সেখানেই সবচেয়ে বেশী ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে আজ ইসলাম ও ইসলাম প্রিয় লোকদের উপর জঘন্য জুলুম চালানো হচ্ছে। সেখানের শাসক ও সেনাবাহিনী ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধের প্রথম সারির সৈনিক। এরপর যারা এখানে কুফর ও নাস্তিকতার সামনে নতজানু হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়েছিল, আফসোস! তারাই আজ গণতন্ত্রের বলির কাষ্ঠে

নিজেদের ইসলামকেই বলি দিয়েছে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, পাকিস্তানে ক্ষমতাসীনদের মতলব ইসলামের সেবা নয়, ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের ফায়দা হাসিল করা। এভাবেই ইসলামের বিজয় আর মাজলুমকে সাহায্য করার স্বপ্ন দোরগোড়ায় থেকে গেছে। শহীদ শাইখ আহসান আজীজ রহ. যে পঙক্তিগুলো ভারতের মুসলিম ভাইদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন। সে পঙক্তিগুলো আজ পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা কত স্পষ্টভাবেই না বর্ণনা করছে-

আমাদের থেকে পৃথক হলে যারা

সেই তোমরাই 'সংখ্যালঘু' থেকে গেলে!

এতটাই একাকি হয়ে গেলে যে,

সর্বস্ব হারিয়ে গেল!

আর আমরা!!!

যারা গতকাল এখানে এসেছিল

বুকে স্বপ্ন নিয়ে!

কুফর আর নাস্তিকতার স্রোতে

তারা কত আগে... ভেসে গেল!

কোন আয় উন্নতি ছাড়াই,

যেখান থেকে চলা শুরু করেছিলাম

আজও থেকে গেলাম সেখানে!

ভারত বিভক্তির পর আমরা যেখান থেকে চলা শুরু করেছিলাম, আজও সেখানে পড়ে আছি। সেখানে পড়ে না থাকলে, আজ পুরো ভারতবর্ষের ভাগ্য অন্যরকম হত। অপরদিকে ভারতেও দ্বীনের বিজয় ও দাওয়াতের আন্দোলন ভিন্নধর্মী হত। আফসোস হয়, সামনে এক কদমও বাড়তে পারিনি। অথচ এখানে এমন আন্দোলন ছিল, যা এখানকার মুসলিমদের হেফাযত করতে পারত। এখানে এমন আন্দোলন ছিল, যা শুধু নিজের নয় বরং অন্যের ভাগ্যেও প্রসন্নতা আনতে পারত। হ্যাঁ, মানি, এখানে সমস্যা কম ছিল না। যারা এ অবস্থায়ও দ্বীনের যতটুকু খেদমত করেছে, আল্লাহ তাদের বিরাট প্রতিদান দিবেন। কিন্তু সামষ্টিকভাবে যা হওয়া উচিৎ ছিল, তার কিছুই হয়নি। দরকার ছিল, মুসলিমদের আদর্শিক মুসলিম হওয়ার এবং নিজ পায়ে দাঁড়াবার দাওয়াত দেওয়া। নিজের হেফাযত ও আত্মরক্ষার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা। সে দাওয়াতে 'দেশ পূজা'র স্থানে আল্লাহর ইবাদত এবং নাস্তিকতার পরিবর্তে তাওহীদ ও এত্তেবায়ে শরীয়তের এমন প্রাণ সঞ্চার করা, যা দাওয়াত ও কর্মের মশাল নিয়ে অন্যদের সামনেও ইসলামের মহত্বের জ্বলন্ত নমুনা হয়ে থাকত। কিন্তু আফসোস, আমরা এখানে গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার মিছিলে সঙ্গ তো দিয়েছি, কিন্তু ইসলাম এবং আমাদের অবস্থার নাজুকতা বলে দিচ্ছে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পানে এক কদমও সামনে বাড়তে পারব না।

ভারতে অবস্থানরত আমার প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু ভারত নয় বরং পুরা ভারতবর্ষে ইসলাম বিজয়ী বেশে থাকবে। শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রহ., সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. ও ইসমাইল শহীদ রহ. প্রমুখরা চোখের তারায় যে স্বপ্ন লালন করতেন, সেই স্বপ্ন পূরণের সময় খুব বেশি দূরে নয়। তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাদীস আমাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করছে যে, এখানে জুলুম ও কুফরের এ অন্ধকার স্থায়ী হবে না। সেই দিন অতিসত্ত্বর ঘনিয়ে আসছে, যেদিন কুফর ও শিরকের এ ঘোর অন্ধকার কেটে যাবে।

সুতরাং হে মুহাম্মাদ বিন কাসিম ও মাহমুদ গজনবীর আত্মিক সন্তানেরা! আপনারা চিন্তিত হবেন না, মনঃক্ষুণ্ন হবেন না এবং নিরাশ হবেন না...

এটা এক সুদৃঢ় বাস্তবতা যে, বিজয় ও সাহায্য কেবল আল্লাহ, শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে-

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿الأنفال: ١٠﴾

“আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী হেকমত ওয়ালা।” (সূরা আনফাল: ১০)

আমাদের পরীক্ষার বিষয় হচ্ছে, আমরা সে অন্ধকারের সাথে সন্ধি করি নাকি ইসলামের আলোর মশাল হাতে বাতিলের বিরুদ্ধে কাতাবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে যাই। যদি আমরা হিম্মত ও প্রতিজ্ঞার সাথে দ্বীনের সাহায্যের শরয়ী পন্থা গ্রহণ করি এবং দ্বীনের সাহায্যকে সবার সামনে এবং সবার উপরে রেখে কাজের ময়দানে নেমে পড়ি, তবে নির্ঘাত বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। মহান আল্লাহর বাণী-

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿الحج: ٤٠﴾

“আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।” (সূরা হাজ্জ: ৪০)

অতএব, জযবা যেন থেমে না যায়, প্রতিজ্ঞার মাঝে যেন দুর্বলতা না আসে। এখন কাজ করার এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। আমরা মু'মিন, ধৈর্য ও অবিচলতার রশি আমাদের থেকে কখনো আলাদা হয়নি... ফলে আমরা সব সময় সফলকাম। সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরুর বিতর্ক অনর্থক হয়ে যাবে। মিথ্যার শোরগোল ও চেচামেচি বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾

সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা: ২৪৯)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এসব আয়াতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং যে বরকতময় কাফেলা ভারতবাসীকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করবে, আল্লাহ আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

সম্মানিত ও প্রিয় ভাইয়েরা!

সে সব বিষয় কী, যা বিশেষ করে ভারতের মুসলমানদের সামনে থাকা আবশ্যক এবং সে কর্মকান্ডগুলো কী, যা করলে আমরা নির্দয় তুফান থেকে নিজেদেরকে হেফাযত করতে পারব? (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করুন, তাওফিক ও সাহায্য দান করুন।) সে বিষয়ে পয়েন্ট আকারে কিছু কথা আপনাদের খেদমতে পেশ করছি-

এক. সামগ্রিকভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের মালিক। তিনিই আমাদের উপাস্য এবং শাসক। এ কারণে আল্লাহর মহত্বের মোকাবেলায় অন্য কোন মাখলুকের মহত্বকে মেনে নেবো না। মহান রবের মোকাবেলায় কোন আদালত, কোন রাজত্ব, সাধারণ বা বিশেষ কোন ব্যক্তির হুকুম ও ফায়সালাকে পবিত্র মনে করব না। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র হচ্ছে এ যুগের কর্তিত মূর্তি। আর এগুলিকে তখনই প্রত্যাখান করা হবে, যখন আমরা শুধুমাত্র ইসলাম ও একাত্ববাদের ঘোষণা করব।

এই কর্তিত মূর্তিটি এক নতুন সভ্যতা

যা নবী মুহাম্মাদের ধর্মের লুটেরা।

বাহু তোমার তাওহীদের বলে বলিয়ান

ইসলাম তোমার দেশ, তুমি মুহাম্মাদের সৈনিক!

আমরা শুধু আল্লাহর সামনে নত হব। আল্লাহর হুকুম-আহকামের আনুগত্য করব। তাঁর বিধানের সামনে অন্য কারো নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুনের তোয়াক্কা করব না। এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র দাবি।

দুই. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর এই দাওয়াতকে ব্যাপক করব। এ কালিমার অর্থ ও মর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আমরা নিজেরাও বুঝব এবং অন্যদেরও বুঝাব। এ কালিমা তখনই সব মিথ্যা উপাস্য আর ক্ষমতাধরদের প্রত্যাখান করবে, যখন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ঘোষণা করা হবে। এ দাওয়াত আমরা নিজেরা গ্রহণ করব এবং অন্যদের সামনেও পেশ করব। সকলকে এ কথা বুঝাবো, আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি শুধুমাত্র এই কালিমা অনুসরণ এবং তার দাবি পূরন করার মাঝেই নিহিত। আমাদের আচার-ব্যবহার, উঠাবসা, লেনদেন, দাওয়াত, সৃষ্টির সেবা এবং বন্ধুত্ব ও শত্রুতা- এ সবকিছুই হবে শরীয়াহ মোতাবেক এবং কালিমায়ে তাওহীদের কার্যত সত্যায়নকারী ।

ইসলাম ও শরীয়ার উপর আমল এবং তার দাওয়াতের কারণে যদি ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়, তবে আমরা ঝুঁকির মুখে পড়ব। এর কারণে যদি আমাদের সর্বস্ব বিলিন করে দিতে হয়, তবে এতেও কোন কুণ্ঠাবোধ করব না। আমাদের দাওয়াত ও আন্দোলন, চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টা শরীয়ার মূলনীতির অনুকূলে হবে, জাতিগত বা ব্যক্তিগত কোন ফায়দার অনুকূলে হবে না। আমাদের বিশ্বাস, এ পদ্ধতির চিন্তা ও কর্ম ইসলামের উপকারে আসবে এবং জাতি হিসেবে আমাদের মুসলিমদেরও উপকারে আসবে। কিন্তু জাতির উপকারের নাম করে যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে চলা হয়, তবে আমাদের বুঝতে হবে, এটা আমাদের জাতির জন্যও কখনো কাজে আসবে না।

তিন. ভারতে যে আমাদের কিছু বলবে না, অর্থাৎ যে আমাদের উপর হাত উঠাবে না, আমরাও তাকে কিছু বলব না। আমরা তাকে পরিপূর্ণরূপে নিরাপদে ছেড়ে দেব। কিন্তু যে আমাদেরকে, আমাদের মা-বোনদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে মারতে আসবে, তাকেও কি আমরা নিরাপদে ছেড়ে দেব? না, কখনই না... সকল ওলামা-ফুকাহার

সর্বসম্মতিক্রমে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা এবং নিজের দ্বীন ও দুনিয়া তার ক্ষতি থেকে হেফাযত করা নামাজের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।

হিন্দুদের খাছলত হল, এরা দুর্বলদের মারে। বিপদগ্রস্তদের আরো বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে ক্ষমতাবানদের এরা দেবতা মেনে পূজা করে। মিয়ানমারে শুধু সেখানেই গণহত্যা হয়েছে, যেখানে কোন মোকাবেলা হয়নি। কিন্তু যেখানে মোকাবেলা করা হয়েছে অথবা শুধু লাঠি ও পাথর দ্বারাও যেখানে মোকাবেলা করা হয়েছে, সেখান থেকে দুশমন পালাতে বাধ্য হয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

যুদ্ধের প্রস্তুতি যেহেতু একটি স্বতন্ত্র ফরজ, তাই ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনের দা'য়ীদের প্রতি নিবেদন করছি, আপনারা এর জন্য পরিপূর্ণ উৎসাহ দান করুন। তার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হোন। হৃদয়ে শাহাদতের তামান্না জাগ্রত করুন। এটা তো জানা কথা, শাহাদাতের চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য নেই। আর নিজের দ্বীন ও ঈমান, নিজের পরিবার-পরিজন এবং মুসলিমদের রক্ষায় নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া সবচেয়ে উত্তম শাহাদাত।

চার. আলহামদুলিল্লাহ, সারা বিশ্ব জুড়ে এখন জায়গায় জায়গায় জিহাদের ময়দান সরব হয়ে উঠেছে। এখানে দ্বীনের বিজয় আর মাজলুমদের সাহায্যের জন্য মুজাহিদীন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। উম্মাহকে রক্ষার এই অগ্রবাহিনীর সাহায্য এবং ইসলামের এই বীরসেনানীদের থেকে সম্পর্কহীন হবেন না। দরকার হলো- এই ময়দানে আপনিও শরিক হবেন এবং জিহাদী আন্দোলনের সাহায্য ও সমর্থনে আপনারও যেন পরিপূর্ণ অংশ থাকে। আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী ময়দান হচ্ছে- কাশ্মীর জিহাদ। এই জিহাদে আপনার জান-মাল দুটোই ব্যবহার করুন। জিহাদের আন্দোলনে আপনার এ অংশগ্রহণ এবং যে কোন সেক্টরে আপনার অংশীদারিত্ব পুরা ভারত জুড়ে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, ইনশা আল্লাহ।

পাঁচ. এটি শেষ পয়েন্ট। উল্লিখিত আলোচনাগুলোর উপর যত বেশি সম্ভব একতা ও সংহতি সৃষ্টি করুন এবং এর সকল বিষয়াবলীকে পূর্ণাঙ্গ নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার চেষ্টা করুন।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন ভারতের মুসলমানদের সম্মান, শক্তি ও দাপট দান করেন। ভারতে আমাদের ভাইদের দ্বীন ও সম্মান, জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের হেফাযত করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন, যেন উপমহাদেশে ইসলামের বিজয়ের জন্য আমাদের সবকিছু কাজে লাগাতে পারি। আল্লাহ আমাদের মাঝে ঐ দিন নিয়ে আসুন, যখন ভারত, পাকিস্তান এবং পুরা উপমহাদেশে আল্লাহ তা'আলার বরকতময় শরীয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। জুলুম ও কুফরের ঝান্ডা ধূলায় ধূসরিত হবে। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿فاطر: ١٧﴾

"এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।"(সূরা ফাতির: ১৭)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

****